"মিষ্টি বাচ্চারা - রোজ অমৃতবেলায় জ্ঞান ও যোগের সুগন্ধি ধুপ জ্বালাও তাহলে বিকার রূপী ভূত দূরে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি ভুল অনেক ভূতের প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কারণ ?

*উত্তরঃ - আমি আত্মা, এই কথাটি ভুলে গেলে ভিতরে অনেক ভূতের প্রবেশ ঘটে। দেহ-অভিমানের ভূত হল সবচেয়ে বড়, যার প্রবেশের পরে সব ভূত এসে পড়ে, তাই যতখানি সম্ভব দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো।

*গীতঃ- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে এই গীতের অর্থ বোঝাচ্ছেন, ভক্ত ভগবানের কাছে চায় যে ভগবান এসে স্বচক্ষে সাক্ষাৎকার করান। এখন তোমরা বাচ্চারা তো সম্মুখে বসে আছো, তোমরা ঈশ্বরকে পেয়েছো, এই চোখ দিয়ে দেখেছো। ঈশ্বরকে কীভাবে কাছে পেতে হয়, উনি নিজে এসে বলেন অর্থাৎ এই নলেজ প্রদান করেন। বোঝান এই দেহের আধার নিয়ে। তোমরা সব আত্মারাও নিজ দেহের দ্বারা নিজ পার্ট প্লে করো, দেহ ব্যতীত কেউ পার্ট প্লে করতে পারে না। পার্ট আত্মাই প্লে করে দেহের দ্বারা। দেহের নামও রাখা হয় ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা তো একই থাকে - আত্মা নিজে বলে এবং বাবাও বোঝান যে ৮৪ জন্ম আত্মা গ্রহণ করে। আত্মা বলে আমরা এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি। শরীর তো বলে না। এখন তোমরা বাচ্চারা তো জেনেছো যে আমরা হলাম আত্মা, শরীর নয়। বাবা এসে আমাদেরকে আত্ম অভিমানী বানান। এই দেহের দ্বারা আত্মা সব কিছু করে। দেহের ভিতরে অবস্থিত আত্মা বলে, এই দেহের দ্বারা আমি চলাফেরা করি। আমি আত্মা জজ, উকিল ইত্যাদি হই। আত্মা বলে আমরা এই দেহের দ্বারা রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে রাজা-রানীর পরিধানে সুসজ্জিত হবো। এখন তোমাদের আত্ম অভিমানী বানানো হয়। দেহ-অভিমানে আসা - এটাই হল প্রথম নম্বরের ভুল, যার দ্বারা অন্য অনেক ভুল হয়। একেই দেহ-অভিমানের ভুত বলা হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ৫-টি ভূত তো অবশ্যই আছে। ভূত তাড়াতে সুগন্ধি ধুপ জ্বালানো হয়। এই ৫-টি বিকারের জন্য সুগন্ধি ধুপ হল - জ্ঞান ও যোগ। এই ভূত গুলি দ্রুত পালিয়ে যায় না। তাদেরকে ভাট্টিতে রাখা হয়, কারণ এই ৫-টি বিকার হল পুরানো শত্রু। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই ভূতের প্রবেশাধিকার হয়েছে অর্ধকল্প ধরে, যখন থেকে রাবণের রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। বরাবর ভারতবাসী রাবণকে শত্রু মনে করে দাহ করে এসেছে। একবার রাবণের বিনাশ হয়েছে তখন থেকে প্রচলনে চলে আসছে। এই সময় তোমরা এই ৫-টি বিকারকে পরাজিত করেছিলে। রাবণ মুর্দাবাদ হয়েছিল - অর্ধকল্পের জন্য। বাচ্চারা বলে বাবা - এই রাবণ আবার কবে জিন্দাবাদ হবে? বাবা বলেন বাচ্চারা, আবার অর্ধকল্পের পরে জিন্দাবাদ হবে। নিজের রাজত্ব করবে। মানুষ বলে রামরাজ্য চাই তাইনা। তাহলে এখন কি রাজ্য চলছে ? রাবণের রাজ্য, তাইনা ? সত্য যুগে রাবণের রাজ্য থাকবে না, সেখানে হবে রাম রাজ্য। আচ্ছা, রামরাজ্যের সর্বপ্রথম রাজা-রানী কারা ছিল ? সে কথাও কেউ জানেনা। রাম-রাম বলে রামকে উপরে নিয়ে গেছে আর কৃষ্ণকে নীচে নিয়ে এসেছে। সত্য যুগের কথা তো তারা জানেই না। তোমরা প্রদর্শনীতেও লিখে দাও যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ৫-টি ভূতের প্রবেশ হয়ে আছে। মিনিমাম ৭ দিন ভাট্টিতে থাকলে তবে এই সব ভূত দূরে যাবে। তাদের জ্ঞান ও যোগের ধূপ চাই। তা ছাড়া কখনও মুক্তি, জীবন-মুক্তি প্রাপ্ত হবে না। এই জ্ঞান ও যোগের ইঞ্জেকশন একমাত্র সার্জেন শিববাবার কাছে আছে। এখন এই জ্ঞান আত্মার প্রাপ্ত হচ্ছে। আত্মা বুঝতে পারে বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন, অন্য কোনো ভাষায় এমন বলা হবে না যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভগবান নিজেও নিরাকার তো বাচ্চারাও হল নিরাকার। নিরাকার এই সাকারের দ্বারা, সাকারী বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। এই কথা তোমরা ভালো ভাবে জানো। কিন্তু জ্ঞানে চলতে চলতে অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। ভুলে যাওয়ার সর্ব প্রথম কারণ হল দেহ-অভিমানের ভূত। তাকে তাড়ানোর জন্য অমৃতবেলায় পুরুষার্থ করতে হবে। অমৃতবেলায় বাবার স্মরণ ভালো থাকে। বলা হয় - সিমর সিমর সুখ পাও অর্থাৎ স্মরণ করে সুখ প্রাপ্ত করো। অমৃতবেলার নিয়ম। ভক্তরাও অমৃতবেলায় স্মরণ করে। রাম সিমর প্রভাত মোরে মন অর্থাৎ রামকে স্মরণ করো প্রভাতে হে আমার মন..... আত্মা বুদ্ধিকে বলে রামকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে তো এমনিই টোটকা বানায়। সেসবের কোনো সত্যতা নেই। এইটুকুও বোঝে না কাম বিকারও হল ভূত। তোমরা লিখে দাও সবার মধ্যে ভূত আছে। প্রথম নম্বরের ভূত হল দেহ-অভিমান। পরে সেকেন্ড নম্বরের হল কাম মহাশত্রু। আগে স্কুলেও পড়ানো হত যে, তোমরা হলে আত্মা এই দেহ ৫ তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত। আত্মা অবিনাশী, দেহ হল বিনাশী। এখন তো এই পড়াশোনা ইত্যাদি কিছুই নয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট বলা হবে। প্রাইম মিনিস্টারকে প্রাইম মিনিস্টার, দুইজনের পার্ট আলাদা। ঠিক সেইরকম পরমপিতা পরমাত্মা এবং ত্রিমুর্তি, তাঁদের অ্যাক্টও হল তাঁদের নিজস্ব। শিবকে বলাই হয় পতিত-পাবন।

উনি ব্রহ্মার দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন, এটা হল তাঁর ডিউটি । এখন সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা। শিববাবা কখনও জনম মরণের চক্রে আসেন না। যদিও ব্রহ্মার দ্বারা সার্ভিস করেন। শিববাবা হলেন এভার পিওর। ব্রহ্মা বিষ্ণু পুনর্জন্মে আসেন। শিববাবা তো হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি করান। এইসময় বাবা মিষ্টি গাছের চারা রোপণ করছেন, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই বেরিয়ে আসবে। অতএব এমন নতুন তথ্য নতুন কেউ বুঝবে না। ৭ দিন ভাট্টিতে না বসলে মুক্তি জীবনমুক্তি কেউ পেতে পারে না। তোমরাও ভূত তাড়াতে অনেক পরিশ্রম করেছ। বুদ্ধি যখন পবিত্র হবে তখন জ্ঞান অমৃত বুদ্ধিতে ধারণ হবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো তো সঠিকভাবে বাবার স্মরণ করতে হলে অন্য সব কিছুর বিস্মৃতির দরকার । সেটা খুবই কঠিন, দেহ-অভিমানের অনুভূতি এলে মিত্র আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা যায়। কিন্তু কারো প্রতি যেন মোহের ভূত না থাকে। বাবার তো অসংখ্য সন্তান আছে। মোহের কোনো কথা নেই। তারা জানে যে আত্মা কখনো মরে না। মৃত্যুরই ভয় থাকে। আত্মাও অবিনাশী, পরমাত্মাও হলেন অবিনাশী, উনি জনম মরণের চক্রে আসেন না। বাবা বলেন আমি এই দেহের লোন নিয়েছি। আমি থাকি তাতে এনার অনেক লাভ। এনার আয়ু বৃদ্ধি পায়, গুলগুল বা ফুল হয়ে যায় । এনার সব দুর্বলতা মিটিয়ে একেবারে নতুন স্বরূপ প্রদান করি। বাবা তো হলেন সুখ দাতা, আমার জন্য ইনি যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করেন, তাই সুস্থ সবল হয়ে যান। কাউকে কটূকথা বলা, ক্রোধ করা এসবই হল আসুরিক স্বভাব। সত্য যুগে এইরূপ কটু কথা ইত্যাদি থাকে না। নামই হল ফার্স্টক্লাস হেভেন, বৈকুন্ঠ, প্যারাডাইজ, বলা হয় - খ্রীষ্টের ৩০০০ বছর পূর্বে ভারত প্যারাডাইজ ছিল। সেই হিসেবে যথাযথ ভাবে ৫ হাজার বছরই হয়েছে। এই সত্য জ্ঞান এবং সত্য নারায়ণের কাহিনী খুবই সহজ। আমরা এখন নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শুনি - রাজ যোগের। তারপরে এখানকার কথা ভক্তি মার্গে প্রচলনে চলে এসেছে, ওয়ান্ডার তাইনা। ভারত বাসীরা জানেনা যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন রাধে-কৃষ্ণ তাই আমরা এই চিত্র তৈরি করি যাতে মানুষ বুঝতে পারে। বাচ্চারা, তোমাদের সেন্টার বৃদ্ধি পায়। অনেকে চায় সেন্টার খুলতে, পরীক্ষণ করতে হবে যে, কতজন পড়তে আসে ? স্কুলে স্টুডেন্টও থাকা উচিত তাইনা। প্রথমে ২-৪ জন আসবে তারপরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। প্রতিটি গলিতে মন্দির ইত্যাদি খুলতে থাকে। তখন একে অপরকে দেখে অনেকেই আসে। সেন্টার খোলার মত থাকাও চাই। অসুবিধে নেই খুলতে, কিন্তু বিঘ্নের সৃষ্টি হয় অনেক, বিকারের জন্য। আমি তো শুধু গীতা শোনাই, কিন্তু শুরু থেকে এই বিষের কারণে কলহ ক্লেশ হতে থাকে। তারা ভাবে এইখানে গেলে বিষের স্বাদ প্রাপ্ত হবে না। এই বিষয়ে মীরার ইতিহাসও আছে। এমন তো অনেক কন্যা এবং বালক ব্রহ্মচারী থাকে তাদের তো কেউ কিছু বলে না। ইনি তো কল্প পূর্বেও কটু কথা শুনেছেন , এইসব তো হওয়ারই আছে । কেউ তো পবিত্রতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। কল্প কল্পের লটারি। এতে পরীক্ষণ করা হয় যে, কতখানি বর্সা প্রাপ্ত করবে, তারপরে কল্প কল্প প্রাপ্ত করবে। কখনও কাম বিকারের ইচ্ছা পূরণ না হলে ক্রোধ বশতঃ অশান্তি করে। কষ্ট দেয়, মারধর করে, তারপরে যখন বুঝতে পারে তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবুও অপকারীদের উপরে উপকার করা উচিত। বলবে আচ্ছা তাহলে এবারে ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো। অপকারীদের, উপকার করে উদ্ধার করা ভালো। দয়ালু হতে হবে। সর্ব প্রথমে পরিশ্রম হল আত্ম অভিমানী হওয়ার। দেহ-অভিমানী হলে বাবাকে ভুলে যায় তারপরে অনেক ভুল হতেই থাকবে। প্রত্যেকের আচার ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায়। মুখের কথায় সর্বদা রত্ন বের হওয়া উচিত, পাথর নয়। পূর্বে পাথরও বের হতো। এখন রত্ন বের হওয়া উচিত। তোমাদের নামই হল রূপ-বসন্ত। বাবাও হলেন রূপ-বসন্ত, জ্ঞানের সাগর এবং তাঁর রূপও দেখানো হয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গম, কিন্তু হলেন স্টার। পূজার জন্য বিরাট রূপ রাখা হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্ব প্রথমে আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে, দেহ-অভিমানে কখনও আসবে না। দয়ালু হয়ে অপকারীদের প্রতি উপকার করতে হবে।

২) ভূত তাড়াতে হলে অমৃত বেলায় বিশেষ স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। মিষ্টি বৃক্ষের চারা বপন করার সেবায় বাবার সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ- অসীমের (বেহদের) বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা আমার ভাবের রয়্যাল রূপ সমাপ্তকারী নির্লিপ্ত ও প্রিয় ভব

সময়ের নৈকট্য প্রমাণ বর্তমান সময়ের বায়ুমন্ডলে অসীমের বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ রূপে থাকা উচিত। যথার্থ বৈরাগ্য বৃত্তির অর্থ হল - সর্বের সম্বন্ধ-সম্পর্কে যতখানি নির্লিপ্ত ততই প্রিয় হওয়া। যে নির্লিপ্ত বা পৃথক

এবং প্রিয় থাকে সে হয় নিমিত্ত এবং নির্মান, তার আমার ভাবের বোধ আসে না। বর্তমান সময়ে 'আমার' ভাবের রয়্যাল রূপও বৃদ্ধি পেয়েছে - বলবে এই আমার কাজ, আমার স্থান, আমি এইসব সাধন ভাগ্য অনুসারে প্রাপ্ত করেছি... অতএব এমন রয়্যাল রূপের আমার ভাব সমাপ্ত করো।

স্লোগানঃ- পর চিন্তন অর্থাৎ অন্যের চিন্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে শুভ চিন্তন করো এবং শুভ চিন্তক হও।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -

"আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের ছোট সংসার"

গীত : - দেখো আমার ছোট সংসার.....। এই গীত কোন্ সময় গাওয়া হয়েছে ? কারণ এই সঙ্গম যুগের সময়ে আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের ছোট সংসার আছে। আমাদের পরিবার কোনটি ? সেই উত্তরও ক্রম অনুসারে দেয় । আমরা পরম পিতা পরমাত্মা শিবের পৌত্র। ব্রহ্মা সরস্বতীর মুখবংশী সন্তান এবং বিষ্ণু শঙ্কর হলেন আমাদের জ্যেষ্ঠ পিতা এবং আমরা নিজেদের মধ্যে সবাই হলাম ভাই বোন। এ হল আমাদের ছোট সংসার... এর পরে আর কোনও সম্বন্ধ রচনা করা হয়নি, এই সময়ে এতটুকু সম্বন্ধ বলা হবে। দেখো, আমাদের সম্বন্ধ কত বিরাট অথরিটির সঙ্গে রয়েছে! আমাদের গ্র্যান্ড ফাদার হলেন শিব, তাঁর নাম কত উঁচু উনি হলেন সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সর্ব আত্মাদের কল্যাণকারী হওয়ার জন্য তাঁকে বলা হয় হর হর ভোলানাথ, শিব হলেন দেবেরও দেব মহাদেব। তিনি হলেন সমগ্র সৃষ্টির দুঃখ হরণ কর্তা, সুখ প্রদান কর্তা। তাঁর দ্বারা সুখ-শান্তি-পবিত্রতার বিশাল অধিকার আমাদের প্রাপ্ত হয়, শান্তিতে বাস করা কালীন কোনও কর্ম বন্ধনের হিসেব নিকেশ থাকে না। কিন্তু এই দুটি বস্তু পবিত্রতার আধারে রাখা হয়। যতক্ষণ পিতার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ বর্সা বা অধিকার প্রাপ্তির সার্টিফিকেট পিতার কাছে না প্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ বর্সা প্রাপ্ত হয় না। দেখো, ব্রহ্মার উপরে অনেক বড় দায়িত্ব আছে, ম্লেচ্ছ ৫-টি বিকারগ্রস্ত অপরিষ্কার অপবিত্র আত্মাদের গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করেন, যে অলৌকিক কর্তব্য পালনের ফল স্বরূপে সত্য যুগে প্রথম নম্বরে শ্রী কৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হয়। এখন দেখো, সেই পিতার সঙ্গে তোমাদের কেমন সম্বন্ধ আছে ! অতএব কতই না নিশ্চিন্ত (বেফিকর) এবং খুশীতে থাকা উচিত। এখন প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি তাঁর মতন সম্পূর্ণ হয়েছি ? আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;